মেহেরপুরে গ্রামীণ নারী শ্রমিকরা শ্রমের সঠিক পারিশ্রমিক বঞ্চিত

নারী দিবস আসার আগেই দেশজুড়ে সাজ সাজ রব পড়ে। স্লোগান, পোস্টার, ফ্যাসন হাউসও ম্যাল্টি ন্যাশনালের ছাড়ের ছড়াছড়ি চলে। রেডিও টিভিতে বিজ্ঞাপনের বাহার। নারী তুমি প্রেরণা। নারী তুমি অজেয়। নারী তুমি সেরা। নারী দিবসের আগেই নারী আহামরি। নারীর অবস্থানকে আলোকিত করতে অজস্র কর্মশালা। অভিযান, চায়ের আড্ডায় তর্ক। খুব খুব পেরেছি আমরা। নারীরা সমাজের বড় জায়গায় পৌঁছেছে। নারীর দু‘চারটি সফলতার গল্প বাদে গ্রাম গঞ্জের লাখ নারী কী পেল? কয়জন ন্যায্য মুজুরি পায়? এসব কথা নারী দিবসে বলা হয় না। এবারতো বড়ই নিরবে চলে গেল নারী দিবস।ছুটির দিন বলে কী? কীন্তু কেন? সরকারি দিবস হলেতো ছুটির দিনেও কারো ছুটি থাকেনা। প্রয়োজনে স্কুল কলেজ থেকে বাধ্যতা মূলক শিক্ষার্থী ধরে এনে সমাবেশ করে দিনটি পালিত হয়।

মেহেরপুরের গ্রামের নারীরাও সর্ব শক্তি দিয়ে পুুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ, হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করছেন রাত দিন। বাসা-বাড়িতে, মাঠে-ঘাটে ও কৃষি জমিসহ সর্বত্র। পার্থক্য- শহরের নারীরা কিছুটা আত্মমর্যাদা ও সম্মান পেলেও গ্রামবাংলার নারীরা আজো অবহেলিত বিভিন্নভাবে। গ্রামীণ শ্রমজীবী নারীরা শহরের বাসা-বাড়িতে কঠোর পরিশ্রম করেন। সে কাজের কোন স্বীকৃতি তো মেলেই না, পান না তেমন মজুরীও। গ্রামীণ নারী শ্রমিকদের ইতিহাস এক অবিচ্ছেদ্য আলোক বিহীন রাতের গল্প। কৃষিতে এবং বাসাবাড়ীতে নারীর ভূমিকা এবং অবদান বর্ণনাতীত। যদিও কর্মক্ষেত্রে অনেক সময় নারী শ্রমিকরা শারিরীক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হন পুরুষ শ্রমিক ও মালিকদের কাছে।

স্বাধীনতাপূর্ব মেহেরপুরের মেয়েদের বাড়ির বাইরে পর্দাবাদে বের হলে সামাজিকভাবে বিচারের মুখোমুখি হতে হতো। সেই মেহেরপুর জেলার নারীরা ঘরের গন্ডি থেকে বেরিয়ে জমিতে ধান চাষ, হাতে হাতুড়ি, মাথায় ঝুঁড়ি, কাঁখে কলসী নিয়ে অভাব অনটন ক্ষুধা আর দারিদ্র্যতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সকাল-সন্ধ্যা কাজ করে চলেছেন। ইট-পাথর ভাঙ্গা, মাটি কাটা, সিমেন্ট বালু মিশ্রন, রাস্তাঘাট নির্মাণ ও চা-মিষ্টির দোকানে পানি টানার মতন কঠিন পরিশ্রম করেও ন্যায্য

নারী বলে কোনো রকম বৈষম্য অবহেলা করা চলবে না।

জেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নাহিদা ইসলাম খাতুন জানিয়েছেন নারীরা বর্তমানে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ নিয়ে আয়বর্ধণের পথ সুগম করেছেনÑ বর্তমানে নারীদের কষ্টগাঁথা ইতিহাস কেবলী আর্তনাদ আর অমানবিকতায় ভরা বলা যাবেনা। জেলার প্রায় সাত হাজার দুস্থ নারী ৪০ দিনের কর্মসৃজন প্রকল্পে প্রতিদিন ৪শ টাকার বিনিময়ে গ্রামীন অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ করছেন।

নারীরা যতদিন পুরুষতান্ত্রিক ধ্যান ধারনায় চালিত হবে, দ্বিচারিতা যতদিন না দুর হবে, ততদিন নারীর অধিকার ড্রয়িংরুমের গল্পগুজবের চেয়ে বিশী এগোবে না।

মেহেরপুরের আমদহে বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাশেমের ইন্তেকাল

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাশেম ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

আজ বুধবার ভোর সাড়ে চারটার দিকে তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিলো ৮০ বছর। তিনি দুই স্ত্রী, দুই ছেলে, এক মেয়ে, নাতি-নাতকুড়িসহ অসংখ্য গুনাগ্রহী রেখে গেছেন।

বুধবার সকাল ১১ টার সময় আমদহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে পুলিশের একটি চৌকস দল মরদেহ গার্ড অফ অর্ডার প্রদান করেন। এসময় বিউগলে করুন সুর বেজে উঠে। মেহেরপুরের সহকারী কমিশনার (ভূমি) আব্দুল্লাহ আল বাকী রাষ্ট্রের পক্ষে সালাম গ্রহণ করেন।

পরে জানাযা শেষে স্থানীয় কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন করা হয়। জানাজা ও দাফন কাজে অন্যদের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন অবসরপ্রাপ্ত এম এ মালেক, কদম আলী, সিরাজ আলী, মমিন ইসলামসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেন।

গাংনীতে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত

মেহেরপুরের গাংনীতে পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়েছে।”ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন ও জেন্ডার বৈষম্য করবে নিরসন” প্রতিপাদ্যে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে দিবসটি পালন করা হয়।

এ উপলক্ষে উপজেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আয়োজনে বুধবার সকাল ১০টার দিকে র্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার(ভারপ্রাপ্ত) রনী খাতুনের সভাপতিত্বে ও বিউটিফিকেশন প্রশিক্ষক নার্গিস সুলতানার সঞ্চালনায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এমএ খালেক।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নাছিমা খাতুন। বক্তব্য রাখেন মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন, উপজেলা সহকারি কমিশনার(ভূমি) নাদির হোসের শামিম, উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান একেএম শফিকুল আলম, আওয়ামী লীগ নেতা মনিরুজ্জামান আতু। এসময় বিভিন্ন কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষনার্থীসহ সুবিধাভোগী উপস্থিত ছিলেন।

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে মেহেরপুর জেলা পরিষদের

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করছেন এলাকার সকল শ্রেণীর লোকদের মাঝে।গনসংযোগের পাশাপাশি পোষ্টার, ব্যানার, লিপলেট টাঙ্গিয়ে শুরু হয়েছে তার নির্বাচনী প্রচারনা,এলাকায় চলছে ইউপি নির্বাচনী হাওয়া।

এ সময় নির্বাচনী প্রচারণায় উপস্থিত ছিলেন, আমদহ ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মিলন, জেলা ট্রাক শ্রমিক সমিতির সহ-সভাপতি মিয়া ড্রাইভার, ওয়ার্ড মৎস লীগ সভাপতি আশরাফ হোসেন, আবুল কাশেম মন্ডল, উকিল, রফিকুল ইসলাম, আলিমুদ্দিন ,কালু বিশ্বাস, শফিকুল ইসলাম, আমিনুল মন্ডল, লাভলু, পারভেজ, সোহেল, রফিক, আশফাক আহমেদ প্রমুখ

মুজিবনগরে নানা আয়োজনে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ পালিত

সারা বিশ্বের বঞ্চিত, অবহেলিত, শোষিত, স্বাধীনতা ও মুক্তিকামী মানুষের চিরন্তন অনুপ্রেরণা ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ।

নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে মুজিবনগরে পালিত হয়েছে এই দিনটি। দিবসের শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সর্বস্তরের মানুষ।

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ। বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি ঐতিহাসিক দিন। স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে ১৯৭১ সালের এ দিনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতিকে মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দেন। মুক্তিযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী এবং যে কোনো সময় জাতিকে অস্ত্র হাতে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে হবে ৭ মার্চের ভাষণের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু সেটা স্পষ্ট করেছিলেন।এ ভাষণের মধ্যে দিয়ে বঙ্গবন্ধু স্পষ্ট ভাবেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা শব্দটি উচ্চারণ করেছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে সেই স্বাধীনতা অর্জনে যে গেরিলাযুদ্ধের প্রয়োজন তার প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর এ

কর্মকর্তা ডাঃ আসাদুজ্জামান ও আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডাঃ তৌফিক আহমেদ, ফায়ার সার্ভিস মুজিবনগর, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।

পুষ্পমাল্য অর্পণ শেষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।

পরে বেলা ১০টা দিকে উপজেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে ৭ই মার্চ উপলক্ষে আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুরে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ পালন

মেহেরপুরে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ২০২৩ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলির আয়োজন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গনে যথাযথ মর্যাদায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্প মাল্য অর্পণ করেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান, পুলিশ সুপার মোঃ রাফিউল আলম, অতিরিক্ত জেলা প্রসাশক লিংকন বিশ্বাস, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মৃধা মোঃ মোজাহিদুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম, পিপি পল্লব ভট্টাচার্য, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাড. আব্দুস সালাম, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এম.এ খালেক, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম, পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক,বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাশেম,বীর মুক্তিযোদ্ধা, ইদ্রিস আলী প্রমুখ।

এ সময় মেহেরপুর সিভিল সার্জন, তত্ত্বাবধায়ক জেনারেল হাসপাতাল মেহেরপুর, গণপূর্ত বিভাগ, আনছার ও ভিডিপি মেহেরপুর, এলজিডি মেহেরপুর, মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর মেহেরপুর, সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, মেহেরপুর জেলা শিক্ষা অফিস, মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তর, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, মেহেরপুর জেলা তথ্য অফিস, মেহেরপুর জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অফিসের বিভিন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীর মহম্মদপুরে নদী পাড়ের মাটি কেটে ইট ভাটায় বিক্রি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মহম্মদপুর চর গোয়ালগ্রাম পশ্চিমপাড়া মাথাভাঙ্গা নদী পাড়ের মাটি কেটে ইট ভাটায় বিক্রি করছে স্থানীয় রিয়াজউদ্দীনের ছেলে বাবুল ও রবিউল ইসলাম। কয়েকদিন ধরে স্থানীয় ওই দুই ব্যাক্তি নদী পাড়ের জমির মালিকানা দাবী করে মাটি বিক্রি শুরু করেছেন। প্রতিদিন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত ট্রলি ভর্তি মাটি বহন করায় এলকাবাসিসহ পথচারিরাও বিপাকে পড়েছেন। মাটি বিক্রেতা জানিয়েছেন নদীর পাড় হলেও জমির মালিকানা আমাদের। তবে কত টুকু জমির মালিাকানা রয়েছে তার পরিমাপ জানেনা তিনি। উপজেলা প্রশাসন বলছেন দেখে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সরেজমিনে দেখা গেছে, ১০/১২ জন মাটি কাটা শ্রমিক ডালি কোদাল নিয়ে নদী পাড়ের মাটি কেটে ট্রলি বোঝায় কাজে ব্যস্ত রযেছেন। তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হলে একে একে সটকে পড়েন তারা । একজন শ্রমিক জানান এই মাটি বাবুল ও রবিউল কেটে ইট ভাটায় বিক্রি করছেন। আমরা তাদের শ্রমিক। পরে বাবুলকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি কথা না বলে চলে যান। ছুটে আসেন রবিউল ইসলাম। তিনি জানান এটা আমাদের জমি, আমরা কাটছি। পরে তাদের জমির পরিমাণ জানতে চাইলে তিনি জানান,আমি জমির পরিমাপ জানিনা। পরে তার এক চাচাকে মোবাইল করে জমির পরিমাপ জানতে চাইলে

তিনিও সঠিক তথ্য জানেনা বলে জানান। রবিউল আরও জানান, নদীর পাড়া কেটে আবাদের জন্য প্রস্তত করা হচ্ছে। মাটি কোথায় রাখছেন এমন প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান,স্থানীয় ইটভাটায় বিক্রি করা হচ্ছে।

প্রায় এক বিঘারও বেশি জমি কেটে ইতোমধ্যে বিক্রি করা হয়েছে। এখনও চলছে নদীর পাড় কেটে মাটি বিক্রির উৎসব। দ্রত ব্যবস্থা না নেয়া হলে নদীর পাড় ভাঙ্গন শুরু হবে।

স্থানীয় মটমুড়া ইউনিয়ন ভুমি অফিসের তহশিলদার বদরুন্নাহার জানান, বিষয়টি আমি জেনে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম। যারা মাটি কেটেছে তাদের সাথে কথা হয়েছে। তারা জমির মালিকানা দাবী করেছেন। আমি সরকারি সার্ভিয়ার দিয়ে জমি মেপে দেখবো।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার(ভারপ্রাপ্ত) রনি খাতুন জানান, প্রাথমিক ভাবে তহশিলদারকে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। মাটি কাটতে নিষেধ করা হয়েছে। জমিটি তাদের বরে দাবী করেছে রবিউল ও বাবুল। জমি জরিপের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মেহেরপুর সড়ক অফিস অসামাজিক কাজের আখড়া!

মেহেরপুর সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগের অফিস যেন অসামাজিক কার্যকলাপের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। অফিস কক্ষের সিড়ি, টয়লেট, জানালার পাশে ব্যবহৃত কনডমের ছড়াছড়ি দেখা গিয়েছে। এ ধরণের গুরত্বপূর্ণ সরকারি অফিসে এ দৃশ্য যে কোন বিবেকবান মানুষকে তাড়না দেবে। এবং একই সঙ্গে সরকারি অফিসগুলোর ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হবে।

গত সোমবার ২৭ ফেব্রুয়িার বিকালে এ চিত্র দেখা গেছে। যার ভিডিও চিত্র ও স্থির চিত্র মেহেরপুর প্রতিদিনে সংরক্ষিত রয়েছে। সরেজিমেন গিয়ে দেখা যায়, সড়ক ও জনপথ বিভাগের অফিসের নিচতলার গেট দিয়ে ঢুকতেই চোখ সিড়ির নিচে।

[redacted]

[redacted]